যুগান্তর

তারিখ ... 26 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৩

সিলেট এমএম কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

সিলেট ব্যুরো

অধ্যক্ষের অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি-স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। নিয়োগ কমিটির ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণ সিন্ধু পাল উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি অধ্যক্ষের আজ্ঞাবাহী না হওয়ায় নিয়োগ পত্র প্রদানে টালবাহানা শুরু করেছেন। গত ৩০ মার্চ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হলেও গত ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভায় ফলাফল ঘোষণা করা হলে তা অনুমোদন লাভ করে। ফলাফল অধ্যক্ষের পছন্দসই না হওয়ায় ১৬ আগস্ট পর্যন্ত সভা মুলতবি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বানচাল করতে ভিন্নপথ বেছে নেন অধ্যক্ষ। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অস্বচ্ছ পত্র দেখিয়ে ১৬ আগস্টের মুলতবি সভা তিনি স্থগিত করে দেন। পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অধ্যক্ষ এডহক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। যা ডিড অব ট্রাস্টের নীতিমালা পরিপন্থী। কলেজের ৬৫ বছরের ইতিহাসে কোন সময় এডহক কমিটি হয়নি। ডিড অব ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী কমিটি কোন কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তী কমিটি গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই কমিটি দায়িত্ব পালন করতে পারে। কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকাকালীন কমিটি নিয়ে একই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডহক কমিটি গঠনের কথা বলা হলে তৎকালীন অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার পাল ডিড অব ট্রাস্টের নীতিমালা অক্ষুণ্ণ রাখতে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই নতুন কমিটি গঠন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ আতাউর রহমান পীর জানান, ডিড অব ট্রাস্টের নীতিমালায় এ ধরনের কোন বিধান নেই। থাকলেও তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক মেজর এম আতাউর রহমান পীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পত্রের মাধ্যমে মুলতবি সভা স্থগিত ও কমিটি বাতিল করে এডহক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন সেই পত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের একাধিক সদস্য পত্রটি জালিয়াতির মাধ্যমে অধ্যক্ষ তৈরি করেছেন বলে মনে করছেন। পত্রের তারিখ ও স্মারক নং-এ গড়মিল এবং ১৫ মাস পর পত্র প্রেরণ দেড়মাস পর গ্রহণের কারণে কমিটির সদস্যদের মধ্যে পত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে পরিচালনা পর্ষদের কোন অনুমোদন ছাড়া কলেজে শুরু হয় লাইব্রেরি সাইন্সের একটি কোর্স। যা থেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন অধ্যক্ষ আতাউর রহমান পীর। কলেজে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের দুই বছর মেয়াদি কোর্সের জন্য শিক্ষক নিয়োগে অধ্যক্ষ অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নেন। স্বজনপ্রীতি আর অর্থের বিনিময়ে মনিরুল ইসলাম, মুহিবুর রহমান ও জিল্লুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তেমন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ বলেন, কলেজে কোন লাইব্রেরি সায়েন্সের কোর্স হয় না।

একটি সূত্রে প্রকাশ, কলেজের বার্ষিক আয় প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষ চলতি বছরের বাজেটে মাত্র ৬৫ লাখ টাকা দেখিয়েছেন। বাজেট এত কম থাকার কারণ তিনি পরিচালনা পর্ষদের সভায় ব্যাখ্যা করতে পারেননি। শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রায় ১৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এই টাকা ব্যাংকে জমা রাখার কোন প্রমাণ তিনি কমিটিতে দেখাতে পারেননি। নির্ধারিত সময়ে এই টাকা ব্যাংকে রাখা হলে সুদে-আসলে ২৫ লাখ টাকা হতো বলে জানা যায়। কলেজের গাড়ি কিনতেও অধ্যক্ষ দুর্নীতি করেছেন বলে কমিটির একাধিক সদস্য মনে করেন।